রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ১, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ জানুয়ারি ২০১০

নং ০৭-(আঃমঃ)(মুঃপ্রঃ)-বিপম/পর্য-২/ট্রাত্র-৩২/২০০৭—সরকার কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবণ্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ (১৯৭৭ সনের ৪৮ নং অধ্যাদেশ) নিম্নরূপ বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(ইংরেজীতে প্রণীত এবং ২০০৭ সনের জানুয়ারী পর্যন্ত সংশোধিত অধ্যাদেশের অনূদিত পাঠ।)

বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সী (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৭৭

১৯৭৭ সনের ৪৮ নং অধ্যাদেশ

[১২ অক্টোবর, ১৯৭৭]

বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সীর নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত অধ্যাদেশ।

যেহেতু, বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সীর নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির জন্য বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন;

সেহেতু, এক্ষণে, ২০ আগস্ট ১৯৭৫ এবং ৮ নভেম্বর ১৯৭৫ সালের ফরমান অনুসারে, এবং এতদুদ্দেশ্যে তাহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতাবলে, রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সী (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(ক) **"নির্ধারিত"** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(খ) **"নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ"** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের সকল অথবা যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকার প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা;

(গ) **"নিবন্ধন সনদপত্র"** অর্থ ট্রাভেল এজেন্সী ব্যবসা পরিচালনার জন্য নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদ;

(ঘ) **"ট্রাভেল এজেন্সী"** অর্থ ভ্রমণের বন্দোবস্ত করিবার ব্যবসা, অর্থাৎ কমিশন চার্জের ভিত্তিতে ভ্রমণের সহিত যুক্ত পরিবহন, আবাসন ও এইরূপ অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা করিবার কাজ।

৩। **নিবন্ধন ব্যতীত ট্রাভেল এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করা বা পরিচালনা নিষেধ।**—এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর অনুসরণ ব্যতিরেকে কোন ট্রাভেল এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করা বা পরিচালনা করা যাইবে না।

৪। **নিবন্ধনের আবেদন, ইত্যাদি।**—(১) কোন ব্যক্তি ট্রাভেল এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে, এবং বিদ্যমান ট্রাভেল এজেন্সী চলমান রাখিতে চাহিলে, তিনি নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবেন।

(২) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ আবেদন প্রাপ্তির পর, যেইরূপ আবশ্যক মনে করিবে সেইরূপ তদন্ত করিতে পারিবে এবং আবেদনটি মঞ্জুর করিতে অথবা কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা প্রত্যাখান করিতে পারিবে।

(৩) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ আবেদনটি মঞ্জুর করিলে আবেদনকারীর অনুকূলে নির্ধারিত ফরমে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করিবে।

৫। **ট্রাভেল এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করা ও চলমান রাখা।**—(১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হওয়া কালে বিদ্যমান নহে এমন কোন ট্রাভেল এজেন্সী ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন ইস্যুকৃত নিবন্ধন সনদ ব্যতীত, প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না।

(২) বিদ্যমান কোন ট্রাভেল এজেন্সী এই অধ্যাদেশ বলবৎ হওয়ার তারিখের পর ৬(ছয়) মাসের বেশি চলমান রাখা যাইবে না, যদি না উক্ত তারিখের ত্রিশ দিনের মধ্যে ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী উহা নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইয়া থাকে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিদ্যমান কোন ট্রাভেল এজেন্সীর নিবন্ধনের জন্য অধ্যাদেশ বলবৎ হওয়ার তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন করা হইয়া থাকিলে, উক্ত আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এজেন্সীটি চলমান থাকিবে, কিন্তু ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিবন্ধন সনদ প্রত্যাখ্যাত হইলে অতিসত্বর উহার কার্যক্রম বন্ধ করিতে হইবে।

৬। **ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ বাতিলকরণ।**—যথাযথ তদন্তের পর, যদি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন নিবন্ধনকৃত ট্রাভেল এজেন্সী ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় কোন রকম অনিয়ম বা উহার কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন রকম অব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী অথবা এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ সেই ট্রাভেল এজেন্সীর নিবন্ধন সনদ লিখিত আদেশ দ্বারা বাতিল করিতে পারিবে।

৭। **আপীল।**—নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ধারা ৪ ধারা এর অধীন নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখান অথবা ধারা ৬ এর অধীন নিবন্ধন সনদ বাতিল করিলে সেই মর্মে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারী সরকারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিষয়ে সরকারের আদেশই চূড়ান্ত হইবে এবং নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উহা কার্যকর করিবে।

৮। **দণ্ড।**— কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা আদেশ লঙ্ঘন করিলে, তিনি অনধিক ৬(ছয়) মাস কারাদণ্ডে, বা অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৯। **অপরাধ আমলে নেওয়া।**—এই অধ্যাদেশের অধীন নিযুক্ত নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, কোন আদালত এই অধ্যাদেশের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ আমলে গ্রহণ করিবেন না।

১০। **দায়মুক্তি**।—এই অধ্যাদেশের অধীন কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কাজ অথবা উহা করিবার অভিপ্রায়ের জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা দায়ের অথবা আইনী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, এইরূপ বিধিমালায় নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) নিবন্ধন সনদপ্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী কর্তৃক প্রদেয় তথ্য ও দলিলাদি নির্ধারণ;

(খ) এই অধ্যাদেশের অধীন ব্যবহার্য ফর্ম নির্ধারণ;

(গ) এই অধ্যাদেশের অধীন আবেদন প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে অনুসরণীয় কার্য-পদ্ধতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কার্যক্রমসমূহ নির্ধারণ;

(ঘ) এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধন সনদের জন্য প্রদেয় ফি নির্ধারণ;

(ঙ) এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধন সনদের শর্তাবলী নির্ধারণ;

(চ) ট্রাভেল এজেন্সীসমূহের ব্যবসায়িক আচরণ, নিয়ন্ত্রণ ও ট্রাভেল এজেন্টদের জন্য আচরণবিধি নির্ধারণ।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd